**সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ - ২০১১**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

সেনাসদর, ঢাকা, সোমবার, ২০ আষাঢ় ১৪১৮, ০৪ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সেনাবাহিনী প্রধান,

প্রতিরক্ষা সচিব,

উপস্থিত জেনারেলবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

সেনাবাহিনীর নির্বাচনী পর্ষদের সভায় উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক আহবানে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করে।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু নবীন রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীকে গড়ে তুলেছিলেন।

একটি শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল এবং পেশাগতভাবে দক্ষ ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীই জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

শত প্রতিকূলতা সত্বেও বঙ্গবন্ধু অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মস স্কুলসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সামরিক বাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, সাজ সরঞ্জাম এবং গোলাবারুদ।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার পরিবারের একটি ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। আমার ছোট ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল নিয়মিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমার আরেক ভাই শহীদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ১৯৭৫ সালে রয়েল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্স্ট থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শেষে সেনাবহিনীতে কমিশন লাভ করেছিলেন। জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। আমার আদরের ছোট ভাই শহীদ শেখ রাসেলেরও ইচ্ছা ছিল আর্মি অফিসার হওয়ার।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে সীমিত সংখ্যক অফিসার ও সৈনিক নিয়ে সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হলেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আজ জাতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

আমরা সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে বিশ্বাসী। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা সেনাবাহিনীতে বেশ কয়েকটি ইউনিট, ব্রিগেড এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছি।

সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা, প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণে আমরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST), আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন এন্ড ট্রেনিং (BIPSOT) এর মত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি। যার সুফল আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, তাঁদের সন্তানেরা এবং দেশবাসী পাচ্ছেন।

বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগেই সশস্ত্র বাহিনীতে সর্বপ্রথম মহিলা অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁদের অনেকেই এখন জাতিসংঘ মিশনেও সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।

আমরা খসড়া জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি ও সেনাবাহিনী ফোর্সেস গোল ২০৩০ নির্ধারণের কাজ হাতে নিয়েছি।

 আমরা সেনাবাহিনীর জন্য ইতোমধ্যে একটি এডি রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা, Govt to govt deal-এর মাধ্যমে দেড় শতাধিক এপিসি ক্রয় এর কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি।

সেই সঙ্গে সেনাবাহিনীর এসপি রেজিমেন্টের জন্য এসপি গান ক্রয়, অত্যাধুনিক এ্যামুনিশন ল্যাব প্রস্ত্তত, এমবিটি ২০০০-চায়না মডেলের ৪৪টি ট্যাঙ্ক ও শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য হেলিকপ্টার ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশের পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষার জন্য রামুতে একটি ব্রিগেড গ্রুপের জন্য স্থায়ী নিবাস ও অভিযানিক বিন্যাস (Operational deployment) সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিমান বাহিনীর জন্য মিগ-২৯ সংগ্রহ করা হয়েছে। কক্সবাজারে একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি নির্মাণের কাজ চলছে।

নৌ বাহিনীর জন্য সংগৃহীত বিএনএস বঙ্গবন্ধু বিগত জোট সরকার ডিকমিশন্ড করছিল। এবার আমরা আবার তা চালু করেছি। বিএনএস ‘বঙ্গবন্ধু'র কার্যক্ষমতা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দুটি হেলিকপ্টার এবং মিসাইল ক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। খুলনা শীপইয়ার্ডে পাঁচটি গানবোট তৈরির কাজও চলছে।

আমরা সিএমএইচ, ঢাকাকে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এছাড়া, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলো সম্পন্ন হলে সেনাবাহিনীর আভ্যন্তরীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

আমাদের সময়ই সেনাবাহিনীর সদস্যদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড। এছাড়া, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যবীমার মত আরও কিছু কল্যাণমুখী পদক্ষেপ আমরা নিয়েছিলাম।

আমাদের সরকারের আমলেই সৈনিকদের আহারে দু'বেলা ভাতের ব্যবস্থাসহ খাবারের মান উন্নত করা হয়। ইতোমধ্যে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে আমরা বহুতল ভবন নির্মাণসহ বেশকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। সেনা অফিসারদের জন্য এ.এইচ.এস প্রকল্পের বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে।

পর্যায়ক্রমে জেসিও এবং অন্যান্য পদবির কর্মকর্তাদের জন্য একই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন হতে আমাদের সৈনিকদের দেশে সহজে টেলিফোনে কথা বলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং পর্যাপ্ত প্রশাসনিক সরঞ্জামাদির সমন্বয়ে একটি আধুনিক যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীকে গড়ে তোলার প্রয়োজনীতা আমরা সর্বদাই অনুভব করেছি।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত অনেক বাস্তবমুখী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলো নিশ্চিতভাবেই আমাদের সরকারের সেনাবাহিনীকে একটি অত্যাধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকারেরই পরিচায়ক।

বিগত জোট সরকারের সময়ে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে সেনাবাহিনীর জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার ৯৪ কোটি টাকা। এরমধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খরচ করা হয়েছিল মোট বাজেটের ১০ দশমিক এক পাঁচ শতাংশ এবং শূন্য দশমিক দুই ছয় শতাংশ অর্থ খরচ করতে পারেনি সেনাবাহিনী।

অপরদিকে গত ২০১০-২০১১ অর্থবছরে আমাদের সরকার সেনাবাহিনীর জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছিল ৫ হাজার ৫৫৪ কোটি টাকা। যা জোট সরকার আমলের বাজেটের চেয়ে ৭৯ দশমিক পাঁচ এক শতাংশ বেশি।

এই বরাদ্দের মধ্য হতে ২১ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ অর্থ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ ছিল। যা পুরোটাই আপনারা কাজে লাগাতে পেরেছেন।

চলতি অর্থবছরেও সেনাবাহিনীর জন্য ৬ হাজার ১ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। গত অর্থবছরের চেয়ে এ পরিমাণ শতকরা ৮ দশমিক শূন্য ৫ ভাগ বেশি।

আমি জেনে খুশী হয়েছি যে এ বছরও আপনারা ২১ দশমিক সাত আট শতাংশ অর্থ সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছেন। আমি আশা করব, মূল্যবান এই অর্থ আপনারা যথাযথভাবে ব্যয় করবেন যাতে কোন অপচয় বা সমর্পণ করতে না হয়।

পেশাগত দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলার নিরিখে এই সেনাবাহিনীর চাহিদা এবং দেশ-বিদেশ থেকে তাঁদের শৃঙ্খলা ও কর্তব্যবোধের গৌরবময় স্বীকৃতি আমাদেরকে বিশ্বদরবারে বিশেষভাবে সম্মানিত করে তুলেছে।

সুধিবৃন্দ,

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

শান্তিরক্ষীদের মধ্যে বাংলাদেশ এককভাবে প্রায় ১০ শতাংশ লোকবল সরবরাহ করে আসছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তার সংখ্যায় এই অবস্থান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও আমরা শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর আরও অধিকসংখ্যক সদস্যকে পাঠানোর প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

আশা করি প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ ভবিষ্যতে জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আপনাদের অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

আওয়ামী লীগ সবসময়ই জনগণের সেবক হিসেবে দেশ পরিচালনা করতে চায়। শাসক হিসেবে নয়। জনগণের সেবা করার জন্য আপনাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি।

আমি আশা করি এই নির্বাচনী পর্ষদ উপযুক্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবেন। আমি শুনে খুশি হয়েছি যে, সেনাবাহিনীর অফিসারদের পদোন্নতির জন্য ছকীয় পদ্ধতিতে পেশাগত দক্ষতার ও জ্যেষ্ঠতার তুলনামূলক মূল্যায়ন করে থাকেন। পাশাপাশি আপনাদের প্রজ্ঞা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনারা যোগ্য ব্যক্তিকে পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করেন।

আমি আশা করি আপনারা সবসময়ই সময়োপযোগী সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করবেন এবং বিজ্ঞানসম্মত স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভবিষ্যৎ নেতাদের পদোন্নতি প্রদান করবেন।

আপনারা এই পর্ষদের মাধ্যমে যাঁদেরকে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবেন তাঁদের মাধ্যমেই পরবর্তী সময়ে এই সেনাবাহিনী পরিচালিত হবে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা, মেধা, দক্ষতা ও জ্যেষ্ঠতার নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সংবিধানসম্মতভাবে প্রয়োজনীয় স্বশাসনের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

পদোন্নতি প্রদানের সময় যে সমস্ত বিষয় বিবেচনায় আনা উচিত বলে আমি মনে করি তা হল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস, পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, সততা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য, নিযুক্তিগত উপযোগিতা।

একটি দেশের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত এবং সুসংহত করতে একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশে সব সময়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী হবে এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

কাজেই নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে তাঁদেরই হাতে যাঁরা সুশিক্ষিত, কর্মক্ষম, সচেতন, বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী।

আপনাদেরকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক যোগ্য নেতাদের খুঁজে বের করতে হবে। যাঁরা দক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে বিশেষ অবদান রাখবেন, গণতন্ত্রকে সুসংহত করবেন এবং দেশের উন্নতির জন্য সরকারকে সহায়তা করবেন।

দেশে কর্মরত সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ আজ এখানে একত্রিত হয়েছেন। আপনাদের প্রজ্ঞা, বিচার-বুদ্ধি এবং ন্যায়পরায়ণতার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে, আপনারা ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে উপযুক্ত নেতৃত্ব নির্বাচনে সর্বতোভাবে সফল হবেন এ আশা করে সেনাপ্রধানকে সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০১১ এর কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি প্রদান করছি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....